স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী
ছুটিয়া গিয়াছে জগতময়,
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে
ঘটিবে সমন্বয়॥"

চট্টগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত
১৩৩০ সাল।

মূল্য এক আনা মাত্র।
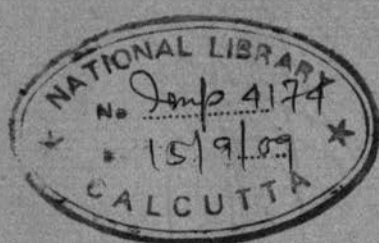
বিবেকানন্দের বাণী।

(ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়)
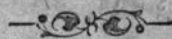
"শোনো বৎসগণ! শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, জগতের কল্যাণ-কামনায় দেহ-বিসর্জ্জন করে গেছেন। আমি তুমি প্রত্যেককেই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করতে হবে। বিশ্বাস কর আমাদের মোক্ষিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হ'তে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্ম্মবীরগণ উদ্ভূত হয়ে জগৎ আলোড়িত করে দেবে"।

(খুব একটা বড় বা অসম্ভব রকমের আদর্শে কোন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারকগণের ঐ বিপদ ঘটিয়াছিল। আবার খুব বেশী Practical (অতি মাত্রায় কাজের লোক) হওয়া ও ভাল নয় দুটি প্রান্ত এক করিতে হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতার (Idealism) সঙ্গে প্রবল কার্য্যকারীতা (Practicality) যোগ করিতে হইবে।) এই হয়ত গভীর ধ্যান ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; আবার পরমুহূর্ত্তেই মঠের মাটি কোদলাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই হয়ত শাস্ত্রের জটীল সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইল; পরক্ষণেই এই জমীর ফল ফুলুচি শাক সজ্জী মাথায় করিয়া বাজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার হইলে খুব সামান্য কাজ, এমন কি পাইখানা সাফ পর্য্যন্ত করিবার জন্য প্রস্তুত

থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে মঠের উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করা, প্রাচীন ঋষিগণ এখন নাই—গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিবার সময় ও এখন চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে এই নব যুগের ঋষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের কল্যাণ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য অম্লানবদনে আত্মকল্যাণ বলি দিতে হইবে। সেই প্রকৃত মানুষ, যে স্বয়ং শক্তির মত শক্তিশালী অথচ প্রাণটী রমণীর প্রাণের মত কোমল; পূর্ণ-মাত্রায় স্বাধীনতা প্রিয়, অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে ও আকাঙ্খিত হৃদয়। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই, যদি কেহ অবাধ্য হয় তাহাকে মমতা-রহিত হইয়া দূর করিয়া দাও। বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাকে। বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের ন্যায় আজ্ঞাবহ হও।”

দেশের লোক দুবেলা: দুমুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয় ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও মুক্ত হইবার চেষ্টা সকলে মিলে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা! দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর, মুর্দ্দাফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব উঠে

হায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নাইরে!) এই দেখ্‌না হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়; আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। দিনরাত কেবল তাদের বলছি "ছুঁস্‌নে-ছুঁস্‌নে" দেশে কি আর দয়া ধর্ম্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুৎ মার্গীর দল! অমন অত্যাচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি। ইচ্ছা হয় তোর ছুৎ মার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—"কে কোথায় পতিত কাঙাল দীনদরিদ্র আছিস্‌" বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা-জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা কত্তে পাল্লুম না, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না তাই দিনরাত খেটেও অশন বসনের সংস্থান কত্তে পাচ্ছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হ'লে কোনদেশে কোন কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস্‌? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও, ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হ'বে না, ইহা নিশ্চিত জান্‌বি।

হে ভারত! এই পরানুবাদ, এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র

সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? হে ভারত! ভুলিওনা তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিওনা তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিওনা তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র; ভুলিওনা নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই; হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। আর: ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর"। }

(যথার্থ ধর্ম্ম মানে চরিত্র। সেইটাই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান পুরুষেরই বিপদমন ও বাসনা ক্ষয় হয়েছে। আর যারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে তারা জীবন সমস্যা সাধনের পথে একটুও এগোয়নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার কচ্ছে ও স্বার্থপঙ্কে

পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে। এই পাগ্‌লামি করেই দেশটা উচ্ছন্ন গেছে। তার চাইতে বরং পার যদি জীবনের আসল সত্যের দিকে লক্ষ্য স্থাপন কর, যাহাতে মানুষ হ'তে পার এমনতর common sense public spirit নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তোল। বৃথা শক্তি ফক্কির লোভে ছুটো না। ওসব আলেয়া। এখন আমরা এমন ধর্ম্ম চাই, যা'তে আমাদের আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠে। জাতীয় সম্মান বোধ জন্মায়, আর পতিত দরিদ্রদের টেনে তুল্‌বার ক্ষমতা ও বল ফিরে আসে। দেশের শত শত লোক অনাহারে আছে, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে সুশিক্ষার অভাবে জন্তু জানোয়ারের সামিল হচ্ছে—এখন তাই দেখবে না কোথায় আকাশের কোণ থেকে হিমালয়ের চুড়োর উপর কোন কল্পান্তরের মহাত্মা খ'সে পড়েছেন তাই দেখ্‌তে ছুট্‌বে! বেশ করে বোঝ বাপু! যদি ভগবানকে চাও, আগে মানুষের সেবা কর। যদি শক্তি চাও আগে লোকসেবায় দেহক্ষয় কর।")

"তোমরা কি বল দেখি? আর কচ্ছই বা কি? বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি কচ্ছো—ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র, তাও খাঁটী জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ—আর তোমাদের প্রাণ মন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে প'ড়ে রয়েছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্টু উকিল হবার মতলব কচ্ছো—ইহাই ভারতীয় যুবকের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্খা। বলি সমুদ্রে ত যথেষ্ট জল আছে—তোমরা কেতাব গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সবশুদ্ধ তাতে ডুবে মত্তে পার না?)

"এস মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেড়িয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তা হ'লে এস। ভাল হ'বার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। পেছনে চেয়োনা, অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয় জন কান্দে—কান্দুক, তবুও পেছনে চেয়োনা। কেবল সাম্‌নে এগিয়ে যাও।"

এদেশে আগে জমী তৈরী কত্তে হ'বে। পাশ্চাত্যের জমী খুব উর্ব্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ শোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার ফেক্‌চার দিয়ে কি হ'বে? প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত হ'বে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বালসন্ন্যাসীকে এইরূপে তৈরী কচ্ছি। শিক্ষাশেষ হ'লে তারা দ্বারে-দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বল্‌বে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হ'তে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। দেখ্‌ছিস্ না—পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হ'য়েছে! সূর্য্য উঠ্‌বার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার সংসার করে কি হ'বে? তোদের এখন কার্য্য হচ্ছে—দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাক্‌লে চল্‌ছে না; শিক্ষাহীন ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে

দিয়ে বল্‌গে—" ভাইসব, উঠ, জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে "? আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে বুঝিয়ে দিগে। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি, ব্যবসা, বানিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্, আর তোদের বেদ-বেদান্ত পড়াকেও ধিক্! লেগে যা, কতদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ পাথর তো হচ্ছে মর্‌ছে, ঐরূপ জন্মাতে মর্‌তে মানুষের কখন ও ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—" তোদের মধ্যে অনন্তশক্তি রয়েছে, সেইশক্তি জাগিয়ে তোল "। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হ'বে? মুক্তি কামনা ও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি, আমি যে কাজে লেগেছি সেই কাজে লেগে যা। ঐরূপে আগে জমী তৈরী কর্‌গে আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কত্তে পরলোকে শরীর ধারণ কর্‌বে। তার জন্যে ভাবনা নেই। এই দেখ্‌না যারা আগে ভাব্‌তো আমাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম দুর্ভিক্ষ ফণ্ড কত কি খুলছে? দেখ্‌ছিস্ না, নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়ে ও তোদের সেবা কত্তে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা কত্তে পারবিনা? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমারমত কত কীট

হচ্ছে মরছে তাতে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা, মরেত যাবিই তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে-ঘরে প্রচার কর নিজের ও দেশের মঙ্গল হ'বে। তোরাই দেশের আশা ভরসা, তোদের কর্ম্মহীন দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা লেগে যা দেরী করিস্‌নে মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আস্‌ছে। আর পরে করবি বলে বসে থাকিস্‌নি তাহ'লে কিছুই হবে না।

কি জানিস্ বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়া-দারীতে ভোলেরে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছা বলুক—

(কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জান্‌বি বীরের কাজ! নতুবা এ কি বল্‌ছে ও কি বল্‌ছে এসব নিয়ে দিন রাত থাক্‌লে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।)

যারা আমার নিন্দাবাদ কচ্ছেন তাদের কথায় আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি ঢিল খেয়ে যদি পাট্‌কেল ছুড়ি, তবে তাদের সঙ্গে আর আমার পার্থক্য রইল কি?

যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হ'বার হ'ক্ গে, আমার ইষ্ট লাভ আমি কর্‌বই কর্‌ব— এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাক্‌লে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর কত্তে পার্‌বে না।

যখন হীন সাহস হয়ে পড়িস তখন এরূপ ভাববি "আমি

কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি, হীন সাহস? হীনবুদ্ধি হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে "আমি বীর্য্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান" বল্‌তে বল্‌তে দাড়িয়ে উঠ্‌বি। 'আমি অমুকের চেলা', কাম কাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গের সঙ্গী' এইরূপ অভিমান খুব রাখ্‌বি, তবে কল্যাণ হ'বে। যার ঐ অভিমান নাই তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস্‌নি? তিনি বল্‌তেন "এসংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে' তা হ'লে আর হীনবুদ্ধি, হীনসাহস নিকটে আস্‌বে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ কর্‌বি, মহামায়াকে স্মরণ কর্‌বি; দেখ্‌বি সব দুর্ব্বলতা সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।"

মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্য্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমস্ত জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল জিনিষের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে। কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে।

বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বশক্তিমান। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্ম্মের মহান্ সত্য সমূহ প্রচার কর। প্রচার কর। জগত এই সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন 'আশিষ্ঠো, বলিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠ মেধাবী' যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। তোমাদের ভবিষ্যত গতি স্থির করিবার এই সময়। যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্ম্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো এই সময়। কারণ, নব প্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত কুসুমই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কাজ করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। এই জীবনে আর কি আছে? তোমরা হিন্দু, আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। * * *

জীবনের অর্থ অবিরাম বিস্তার; সঙ্কোচই মৃত্যু। যে আত্মম্ভরী আপনার আয়েস খুঁজছে, কুড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরক পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র, ইতরে কৃপণাঃ, (অপরেরা হীনবুদ্ধি)। যে এই মহাসন্ধি পূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা, যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না। প্রাণাত্যয়েহপি পরকল্যাণ

চিকির্ষক: (প্রাণত্যাগ হইলেও পরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। (যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সাম্‌নে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্, এই বেলা ভালয় ভালয়।) তাঁর চরিত্র তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। (উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আস্‌ছে, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়ে, মদ্দে, আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও; নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে।) এই জন্মের অনন্ত চিন্তার—তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এ কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হ'য়ে যাবে—হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখ্‌ছ না? একি ছেলেখেলা একি জ্যেঠামী, একি চেঙরামী, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পাচ্ছিনে onward, এ কথাটী খালি বল্‌ছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (ভাব) আসবে, বিশ্বাস কর। onward হরে হরে। চিঠি প্রজার করোনা। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। ......যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপীতাপী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হ'বে, তাদের ভিতর তিনি

আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যেগুলা নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক্।

আমি আর লিখতে পার্‌ছি না বাকি তিনি নিজে বলুন গে।

উদ্দীপন।

"ভাঙ্গ বীণা প্রেম সুধা পান, মহাআকর্ষণ,
দূর কর নারী মায়া।
আগুয়ান, সিন্ধু রোলে গান, অশ্রুজল পান,
প্রাণপণ, যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার,
প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজ তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা নাওরাক্ তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক্ তাহাতে শ্যামা॥"

"পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু।"

জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ! দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার নিপীড়িত জনগণের জন্য

তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হোক্, মস্তিষ্ক ঘুর্ণায়মান হোক্, তোমরা পাগল হইবার মত হও! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও, তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে।"

"হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা নাই থাক্, মানুষের সহায়তা পাও বা নাই পাও, তোমার প্রেমত আছে? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

("তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক লৌহ ও বজ্র দৃঢ়পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি এখন কাঁদিবার প্রয়োজন নাই; এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আর, কোনও বিষয় সত্য কিনা জানিতে হইলে, তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই— যাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ নাই; উহা কখনও সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতা বিধায়ক, সত্যই প্রাণ স্বরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, উহা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, উহা হৃদয়ের তেজ আনয়ন করে"।)

"তোমরা বীর হও, ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি চাই এমন লোক—যাদের শরীরে পেশী সমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন: বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। "বীর্য্য, মনুষ্যত্ব "ক্ষাত্র বীর্য্য, ব্রহ্মতেজ"।

("বীর-ভোগ্য বসুন্ধরা"—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য। বীর হও সর্ব্বদা বল্ "অভী:" "অভী:" কেবল "মাভৈ:" "মাভৈ:"—ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই—পাপ ভয়ই নরক—ভয়ই অধর্ম্ম—ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু Negative thoughts (অসৎ বা মিথ্যা) ভাব আছে, সে সকলই এই ভয়রূপ সয়তান থেকে বাহির হইয়াছে।) এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে; নিজের গণ্ডীর বাহিরে কাউকেও যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন, "ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"॥ যেদিন ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু বরুণ ভয় শূন্য হবেন সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যায়ের লয় সাধিত হবে। তাই বলি, "অভী:" "অভী:"।

("যে ধর্ম্ম বা যেই ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃ হীন অনাথের মুখে একটুকরা রুটী দিতে না পারে আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিব না। যত সুন্দর মতবাদ হোক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ আমি উহাকে ধর্ম্ম নাম দিই

না। চক্ষু আমাদের পিঠের দিকে নয়; সাম্নের দিকে অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও। আর যে ধর্ম্ম তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশ-গুলি কার্য্যে পরিণত কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন"। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পদতলে; মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে। এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।"

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

মূল পুস্তক :—দেবদত্ত প্রেস, চট্টগ্রাম হইতে
শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।